জীবননগরে মুক্তিযোদ্ধা সম্মননা ও দরিদ্রদের ঈদ সামগ্রী বিতরণ

জীবননগরে বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মননা স্বারক ও এতিম অস্বচ্ছল দরিদ্রদের ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার বিকাল ৪টার সময় জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের গোয়ালপাড়া স্বপ্ন ছোয়া সংগঠনের উদ্যোগে এ সম্মননা ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

স্বপ্ন ছোয়া সংগঠনের সভাপতি সাইফুল রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সম্মননা স্বারক ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান ময়েন উদ্দিন মঈন, উপজেলা সমাজ সেবা

অফিসার মাসুদুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা উম্মত আলী, হায়দার আলী, সাংবাদিক সালাউদ্দিন কাজল, মিথুন মাহমুদ প্রমুখ।
অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচলান করেন সীমান্ত ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারন সম্পাদক সেকেন্দার আলী।

গাংনীতে বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ করোনা উপসর্গ নিয়ে দু’জনের

মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে জোবাইদা খাতুন ও বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম নামের দু ব্যাক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল দশ টার সময় গাংনী পশু হাসপাতাল পাড়ার আব্দুল গনির স্ত্রী জোবাইদা খাতুন(৭২) নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয় ।

অপরদিকে ঢাকা করমিটোলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাওট গ্রামের মৃত মকছেদ আলীর ছেলে বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালামের মৃত্যু হয়। উভয়ের বয়স ৭০ থেকে ৭২ বছরের মধ্যে।

সুত্র জানায়, গাংনী বাজারের পশু হাসপাতাল পাড়ার বাচ্চুর স্ত্রী ও গাংনী উপজেলা কমপ্লেক্সের স্¦◌াস্থ্য সহকারি ফারহানা ইয়াসমিন মেয়ে নুসরাত জাহান, জোবাইদা খাতুনের বড় ছেলে আক্তারুজ্জামান চঞ্চল করোনা আক্রান্ত হয়। কয়েকদিন আগে বৃদ্ধা জোবাইদার নমুনা সংগ্রহের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা তার বাড়িতে গেলে নমুনা দিতে রাজি হয়নি জোবাইদার পরিবার। এক পর্যায়ে ব্যার্থ হয়ে ফিরে আসে স্বাস্থ্যকর্মীরা। সর্দি,কাশি ও হালকা জ¦র নিয়ে তার মৃত্যু হয়।

একই পরিবারে তিনজন করোনা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় দুশ্চিতার কারনে বৃদ্ধা জোবাইদার মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন জোবাইদার পরিবার। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এম রিয়াজুল আলম জানান, স্বাস্থ্য সহকারি ফারহানাসহ তার পরিবারের কয়েকজন করোনা পজেটিভ হয়েছে। তবে তাদের অবস্থা ভাল। মৃত ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছে রিপোর্ট আসলে মুত্যুর প্রকৃত কারণ বোঝা যাবে।

অন্যদিকে বাওট গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম শ^◌াসকস্ট ও ঠান্ডাজ¦রে ভুগছিলেন। কয়েকদিন আগে ঢাকার করমি টোলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মুত্যু হয়। আব্দুস সালাম দির্ঘদিন ধরে ঢাকায় আইন পেশার সাথে জড়িত। বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালামের লাশ তার নিজ গ্রাম বাওটে রাস্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হবে বলে জানান গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ।

মেহেরপুরের আশরাফপুরে মুক্তিযোদ্ধা আফতাব আলীর ইন্তেকাল

মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা আফতাব আলী ইন্তেকাল করেছেন(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

শনিবার রাতে তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন । রবিবার সকালে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার লাশ দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল (৯৪) বছর। তিনি স্ত্রী, চার ছেলে ও তিন মেয়ে সহ অসংখ্য গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

সদর উপজেলার সহকারি কমিশনার (ভূমি) মোহাম্মদ মাইনউদ্দিন রাষ্ট্রেরপক্ষ সালাম গ্রহণ করেন। এছাড়া ও উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাজউদ্দিন আহমেদসহ স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির সভাপতি এখনো পাননি মুক্তিযোদ্ধা সনদ

মোমিন চৌধুরী মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের উজ্জল নক্ষত্রের নাম। ১৯৭১ সালের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠন হওয়ার সময় মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির সভাপতি। মুজিবনগর দিবস সহ মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষী হয়ে ৮০ পেরিয়েছেন।

স্বাধীনতার সূতিকাগার মুজিবনগর ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন কে দেওয়া বিশেষ সাক্ষাতকার-

মে.প্র: আপনি কেমন আছেন?
মোমিন চৌধুরী: আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তবে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটু আতঙ্কে আছি। সেই সাথে আফসোস হচ্ছে করোনা পরিস্থিতে এবার মুজিবনগর দিবসে অনাড়াম্বের কারনে।

মে.প্র: সংগ্রাম কমিটি গঠন সম্পর্কে কিছু বলেন?
মোমিন চৌধুরী: ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষনের পর আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে ১০/১১ মার্চ ১৯৭১ তারিখে মরহুম ছহি উদ্দিনের অনুমতি নিয়ে ভবরপাড়া গ্রামে আমরা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করি। এদিকে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার পর মার্চ মাসে বর্ডারের অবস্থা সেরকম ভয়াভহ না থাকায় ইন্ডিয়া থেকে লোকজন আসতো। একই সাথে যুদ্ধ হচ্ছিলো। ইন্ডিয়া থেকে কিছু ঔষধপত্র, গোলাবারুদ এগুলো কিছু মানুষ এসে আমাদের অফিসে দিয়ে যেত। পরে ওগুলো আমরা আমাদের অফিস থেকে মেহেরপুর অফিসে পৌছায়ে দিতাম। এরপর ২৬ই মার্চ ইপিআর ক্যাম্পে থাকা পাকিস্থানের পতাকা নামিয়ে আমরা বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করি। পতাকা তোলার পর ২৮ই মার্চ থেকে ইপিআরক্যাস্প এখান থেকে চলে যায় চুয়াডাঙ্গাতে। ক্যাম্প চলে যাওয়ার পর আনসার সদস্যরা এখানে থাকে । আমরা তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাবস্থা করে দিই।

মে.প্র: ১৭ই এপ্রিলের আগের কিছু ঘটনা বলেন?
মোমিন চৌধুরী: ১৫ এপ্রিল আনুমানিক বিকাল ৪টা। আমি আর আমার সহকারী সুশিল মল্লিক বৈদ্যনাথতলা রাস্তায় ঘোরাফেরা করার সময় হঠাৎ ইন্ডিয়া থেকে দুইজন লোক এসে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলো তোমরা কারা? তখন আমরা বললাম আমরা সংগ্রাম পরিষদের লোক, ভারত থেকে আসা বিভিন্ন সামগ্রী আসলে সেগুলো আমরা নিয়ে ক্যাম্পে পৌছায়ে দিই। পরে তিনারা আমাদের নাম জানতে চাইলে আমরা নাম বলে দিই। তারপর তারা বললেন, তোমাদের এখানে বৈদ্যনাথতলা কোথায় আছে।

তখন আমরা বলললাম বৈদ্যনাথতলা তো এইটা। তখন তারা বৈদ্যনাথতলার বাগান দেখতে চাইলে আমরা তাদের বাগান দেখাইয়ে দিলাম। এমন সময় তাদের ভিতর থেকে শুশিল কুমার নামের একজন লোক পরিচয় করায় দিলো ক্যাপ্টেন মুনসুর নামের সেনা সদস্যের সাথে। তারপর তারা আমাদেরকে বললো এখানে একটা ছোট সভা হবে। আপনারা জায়গাটা একটু পরিষ্কার করে কিছু দেবদারু গাছের পাতার একটা গেট ও কিছু চৌকি দিয়ে একটি স্টেজ তৈরি করে দিয়েন। তারপর তারা আমাদের এখানে ইপিআর ক্যাম্পে থাকলো। আমরা তাদের কথামত ১৬ এপ্রিল একটা গেট ও স্টেজ তৈরি করে ফেললাম। গেটের একপাশে লিখে দিলাম ওয়েলকাম ও আরেকপাশে লিখে দিলাম

স্বাগতম।

মে.প্র: আপনার দেখা প্রথম ১৭ই এপ্রিল সম্পর্কে কিছু বলেন?
মোমিন চৌধুরী: মুজিবনগরে ইপিআর নামের একটি ক্যাম্প ছিলো। সংগ্রাম কমিটি গঠনের পর সেই ক্যাম্পে আনসার সদস্যরা থাকতো। তাদের সাথে আমরাও থাকতাম। ইন্ডিয়ায় থেকে যেসব মালামাল আসতো সেগুলো আমরা মেহেরপুর অফিসে পৌছায়ে দিতাম।
সে দিন ছিল ১৭ই এপ্রিল ভোর রাত। আমরা সকলে একসাথে বসে আছি। হঠাৎ দেখি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহম্মেদ, মুস্তাক আহম্মেদ, ইউসুফ আলী, কর্নেল এম এ জি উসমানীসহ কয়েকজন মানুষ মুজিবনগরে আসেন।

এদিকে ১৭ ই এপ্রিল সভা করার জন্য সকল ব্যাবস্থা সম্পন্ন। সবাই তখন মঞ্চে উপস্থিত হল। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ কে প্রধানমন্ত্রী করে সরকার গঠন করা হয়। এছাড়াও ক্যাপ্টেন এম মুনসুর আলীকে অর্থ, শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ এইচ কামরুজ্জামান কে স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ, পুনর্বাসন ও কৃষি মন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। বাংলার মীর জাফর নামে পরিচিত খন্দকার মুস্তাককে দেওয়া পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব।

হাজার হাজার উপস্থিত জনগনের সামনে ইউসুফ আলী প্রথম অস্থায়ী সরকারের শপথ বাক্য পাঠ করান। সভা শেষ করার পর যখন তারা চলে যাবে এমন সময় আমাদের কয়েকজন আনসার সদস্যরা গার্ড অব অনার প্রদান করে তাদের বিদায় দেয়।

মে.প্র: তৎকালিন সময়ে মেহেরপুরের আর কোন কোন নেতাকর্মী সেখানে ছিল? আপনার জানা আছে কি না?
মোমিন চৌধুরী: মেহেরপুরে বর্তমানে যারা রাজনিতি করছে তাদের ভিতর ঐ সময় কেউই উপস্থিত ছিলো না।

মে.প্র: নিজের সম্পর্কে কিছু বলেন?

মোমিন চৌধুরী: নিজের সম্পর্কে বলার কিছু নেই। স্বাধিনতার এতো বছর পরেও মুক্তিযোদ্ধার খাতায় আমার নাম নেই। মুক্তিযোদ্ধার জন্য দরখাস্ত করেছি। শুনেছি নাকি যাচাই- বাছাই পর্যায়ে আছে। জানিনা কি করলে নাম উঠবে। হয়তো এ জন্মে আর হবে না।

তবে আমার নিজের কাছে এই ভেবে ভালো লাগে দেশের স্বাধিনতার জন্য

একটু হলেও আমি মোমিন চৌধুরী কাজ করেছি। এটাই আমার কাছে বড় পাওনা। ৮২ বছর পার করে ফেলেছি,হয়তো আর কিছু সময়..। ২ ছেলে ৩ মেয়েকে নিয়েই ভালোই যাচ্ছে সময়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামকে সেবা না দেওয়া অভিযোগ

মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামকে সেবা না দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বাইরের একটা ট্রলিতে থাকতে হয়েছে যত্রতত্র ভাবে। সকাল সাড়ে ১০ থেকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত বাইরের একটা ট্রলিতে অবহেলীত ভাবে থাকার পর বেশকিছু সাংবাদিকের চাপের মুখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওয়ার্ডে থাকার ব্যবস্থা করেন।

এমনই ঘটনা ঘটেছে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে। বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামকে সঠিক সময় সেবা না দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বাইরে রেখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বীরের জাতীকে করেছে অপমান। সদর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সরকারি সবধরনের মিটিংয়ে যান এবং সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বেড ও কেবিনসহ সবধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে তারা সেটা করেননি।

তারা মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামকে কেবিনতো দুরের কথা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নিদ্রিষ্ট আসনটাও দেননি।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের বেগমপুর চীলমারি পাড়ার মৃত আশরাফ আলীর ছেলে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশ সেনাবাহীনির নুরুল ইসলাম। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থতাজনীত কারনে ভুগছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার তিনি বেশি অসুস্থ হলে সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে তাকে নেয়া হয় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে। অসুস্থতাজনিত কারনে তিনি হাটাচলা পর্যন্ত করতে পারেননা। এ সময় হাসপাতালের মেডিসিন ওয়ার্ডে

নিলে ডা. আবুল হোসেন তাকে দেখেন এবং হাসপাতালে ভর্তি রাখার পরামর্শ দেন।

এ সময় নুরুল ইসলামের পরিবারের পক্ষ থেকে একটা কেবিনের জন্য বলেন মহিলা ওয়ার্ডে কর্তব্যরত সিনিয়ার স্টাফ নার্সদেরকে। যেহেতু ২ নম্বার কেবিন ওই সময় খালি হয়ে যায়। তারা কেবিন দিতে চাইলেও পরবর্তীতে তারা ওই কেবিন অন্য রোগীকে দিয়ে দেন। শুধু সেটা করেই তারা থেমে থাকেনি। তারা মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত বাইরে রেখে দেন।

এ ঘটনা ফেসবুকসহ বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যকে প্রচার হলে সেখানে উপস্থিত হয় স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীরা। তারা নুরুল ইসলাম ও তার পরিবারের সাথে কথা বলে বিষয়টি জানতে পারলে চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জনের সাথে কলা বলার জন্য বলেন।

মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামের পরিবারের পক্ষ থেকে সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসানের সাথে তার মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, আসলে মুক্তিযোদ্ধারা তো আর কেবিনের ভাড়া দিতে পারেন না। সে কারনে বাইরের রোগীকে কেবিন দেয়া হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নিদ্রিষ্ট আসনটি খালি না থাকলেও সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান তার অফিসে থাকলেও একবারের জন্য হলেও মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামের খোঁজ নিতে সেখানে যাননি বা তাৎক্ষনিক কোন ব্যবস্থা নেননি। স্থানীয় সাংবাদিকদের চাপের মুখে তিনি একটি বেডের ব্যবস্থা করে দেন।

গত ২০১৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর চুয়াডাঙ্গার শিল্পকলা একাডেমির মঞ্চে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধণা অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান তার এক বক্তব্যে বলেছিলেন, সদর হাসপাতালে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য থাকবে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা। কোন মুক্তিযোদ্ধা তার নিদ্রিষ্ট আসনটি না পেলে বা ওই আসনে অন্য কোন মুক্তিযোদ্ধা থাকলে তাকে কোন সমস্যায় পড়তে হবেনা।

হাসপাতালের কোন কেবিন খালি থাকলে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের সনদপত্রের ফটোকপি দেখালে তাকে ওই কেবিন দেয়া হবে। সিভিল সার্জনের সেদিনের সেই বক্তব্য শুধুই কি ছিলো একটা সান্তনা বক্তব্য নাকি মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের কাছ থেকে বাহবা পাওয়ার জন্য সেটা এখন প্রশ্নবিদ্ধ।

মেপ্র/আরপি

গাংনীতে মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই বন্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশের মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনীতে ভাতাভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা অভিযোগের প্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাই বন্ধ ও প্রতাহারের দাবীতে মানববন্ধন ও স্মারক লিপি প্রদান করেছেন উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা ঐক্য পরিষদ ব্যানারে গাংনী উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ।

গতকাল বুধবার বেলা ১১ টার সময় মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই চলাকালীন সময়ে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে মানববন্ধন করেন তারা। মানববন্ধন শেষে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সদস্য সচিব দিলারা রহমান বরাবর স্মারক লিপি প্রদান করেন।
বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মানববন্ধন করেন।

এসময় বক্তারা বলেন, এ যাচাই-বাছাই ভাতাভোগী লালমুক্তি বার্তা, সরকারি গেজেট ও সনদ ধারী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নহে। একটি মহল স্বার্থ উদ্ধারের জন্য পায়তারা সহ তাদের ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান হানী করছেন বলে তাদের এ মানববন্ধন। ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধা ও মৃত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগের প্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাই বন্ধ সহ ফরম বাতিলের দাবী উত্থাপিত হয়। বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান বিশ্বাস, মুক্তিযোদ্ধা আজগর আলী, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নান এসময় বক্তব্য রাখেন।

এদিকে মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটির সদস্য সচিব দিলারা রহমান বলেন, সরকারি নিয়মের বাইরে কিছুই করছেন না। মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-

বাছাই সরকারের আদেশেই করা হচ্ছে। যারা মানববন্ধন করেছেন তারা সঠিক বিষয়টি না জেনে না বুঝে করছেন।

তাছাড়া যারা সরকারের নিয়মনীতিকে উপেক্ষা করছেন তারা এক প্রকার সরকারের কাজে বাধাগ্রস্থ করছেন। স্বচ্ছতাকে বাধাগ্রস্থ করছেন।

তিনি আরো বলেন, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারাদেশে ব্যাপী যাচাই বাছাই চলছে। সারা দেশের ন্যায় গাংনী উপজেলাতে যাচাই বাছাই কার্যক্রম চলমান। কোন জায়গায় কোন প্রকার আপত্তি-বিপত্তি নেই। আপনাদের যদি যৌতিক কোন দাবী থাকে সে বিষয়টি আমি সম্মানের সাথেই দেখব।

মেপ্র/আরপি

গাংনীতে মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীকে লাঞ্চিত ও কুটক্তি করার অভিযোগ পল্লী বিদ্যুৎ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে

মেহেরপুরের গাংনীতে বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীকে লাঞ্চিত ও কুটক্তি করার অভিযোগ উঠেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সাবেক সহকারী জেনারেল ম্যানেজার মোতাচ্ছিম বিল্লাহর বিরুদ্ধে।

গত ১৩ জানুয়ারী দুপুরে গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল গনীর স্ত্রী মোমেনা খাতুনকে তার বাড়িতে গিয়ে লাঞ্চিত ও তার ছেলে জাহাঙ্গীর আলম লিটনের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এ ঘটনায় মোতাচ্ছিম বিল্লাহর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী মোমেনা খাতুন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল গনীর স্ত্রী মমেনা খাতুন অভিযোগ করে বলেন, আমার জরাজীর্ন ঘর ভেঙ্গে নতুন ঘর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। নির্মানাধীন ঘরের পার্শে একটি বৈদ্যতিক পোল ও একটি গাছ রয়েছে। ঘর নির্মানের জন্য গাছটি কাটতে গেলে বিদ্যুতের তারের সাথে গাছের পাতা জড়িয়ে আগুন ধরে যায়। একারনে কিছু সময়ের জন্য বিদ্যুৎ বন্ধ রাখার জন্য আমার ছেলে বামুন্দী পল্লী বিদ্যুৎ অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করে। বিদ্যুৎ বন্ধ করা নিয়ে আমার ছেলে সাথে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে সহকারী জেনারেল ম্যানেজার মোতাচ্ছিম বিল্লাহ।

এ ঘটনায় উল্টো আমার ছেলে বিরুদ্ধে একটি মামলা করে। মামলা হওয়ার পর পরই ক্ষোভের কারনে আমার স্বামীর নামের মিটার খুলে নিতে আসেন সহকারী জেনারেল ম্যানেজার মোতাচ্ছিম বিল্লাহ সহ তার কর্মীরা।

এসময় মিটার খুলে নেওয়ার কারণ জানতে চাইলে আমাকে লাঞ্চিক করে এবং আমি বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী পরিচয় দেওয়ার পরপরই মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে তিনি কুটক্তি করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল গনীর স্ত্রী মমেনা খাতুন আরো অভিযোগ করে বলেন, লাঞ্চনা ও কুটক্তির বিচার পাওয়ার জন্য তিনি সরকার ও প্রশাসনের কাছে জোর দাবি করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীকে লাঞ্চনা ও কুটক্তির বিষয়ে বামুন্দী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সাবেক সহকারী জেনারেল ম্যানেজার মোতাচ্ছিম বিল্লাহ বলেন, বিদ্যুৎ বন্ধ করা নিয়ে বীরমুক্তিযোদ্ধা মৃত আব্দুল গনীর ছেলে ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম লিটন আমাকে মারধর করে। এ কারণে তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করি। এরপর মিটারটি অরক্ষিত ছিলো একারণে খুলে আনা হয়েছে। কোন লাঞ্চিত বা কুটক্তিকরা হয়নি।

সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুন্তাজ আলী বলেন, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীকে লাঞ্চিত ও কুটক্তি করে থাকলে অবশ্যই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যে কোন পদক্ষেপ নেয়া হবে। মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি জেনারেল ম্যানেজার নুর মোহাম্মদ বলেন, মিটার খুলে আনার সময় পুলিশ, স্থানীয় লোকজন ও বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা ছিলো। সেখানে লাঞ্চিত বা কুটক্তির কোন ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয় না।

যেহেতু ঐ ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে প্রতিহিংসার কারণে অভিযোগ করছে

হয়তো। যেহেতু একটা অপ্রিতিকর ঘটনা ঘটেছে সে কারণে বামুন্দী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সহকারী জেনারেল ম্যানেজার মোতাচ্ছিম বিল্লাহকে মুজিবনগরে বদলী করা হয়েছে।

বর্তমান কমান্ডারের দায়িত্বে থাকা গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, লিখিত কোন অভিযোগ এখন পর্যন্ত আমার হাতে আসেনি। লিখিত অভিযোগ পেলে অবশ্যই বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীকে লাঞ্চনা ও কুটক্তির বিষয় তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেপ্র/ আরপি

মুজিবনগরে মুক্তিযোদ্ধাদের যাচাই বাছাই শুরু

মেহেরপুরের মুজিবনগরে আবেদনকৃত সকল মুক্তিযোদ্ধাদের যাচাই-বাছাই শুরু হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে যাচাই-বাছাই কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

প্রথম দিনে দারিয়াপুর ইউনিয়নের মোট ২৪ জনের সকল কাগজপত্র ও সরাসরি সাক্ষাতকার নেওয়া হয়েছে।

সকলের সাক্ষাতকার নেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী।

পর্যায়ক্রমে উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে আবেদনকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের যাচাই-বাছাই চলবে।

মেপ্র/ আরপি

বিতর্কিত হয়ে উঠছে-মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই

গৌরব গাঁথা মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বর্ণ উজ্বল ইতিহাস আমাদের অহংকার। দেশের এই স্বাধীনতা অর্জনে যারা জীবন বাজী রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, সেই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন আজো যাচাই-বাছাই নামক হয়রানীর আর্বতে ঘুরপাক খাচ্ছে। বার বার এই অসম্মান জনক প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হচ্ছে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে।

রাজনৈতিক কারনে দেশে অসংখ্যবার মুক্তিযোদ্ধা তালিকা প্রণয়নে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পূনঃ পূনঃ যাচাই-বাছাইয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। জানা যায়, ১৯৮৭- সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত কোন কোন মুক্তিযোদ্ধাকে প্রায় ৭-৮ বার যাচাই-বাছাইয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

১৯৮৭-৯৪ সালে ২ বার তালিকা প্রণয়নের সময় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রথম তথ্য প্রমানাদি দিতে প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় বৃহৎ কর্মসূচীর আওতায় ব্যাপক যাচাই-বাছাই ও মুক্তিযোদ্ধা তালিকা করা শুরু হয়।

দীর্ঘদিন ধরে পর্যায়ে-পর্যায়ে এবং স্তরে- স্তরে এ যাচাই-বাছাই কার্যক্রম চলে। প্রথম পর্যায়ে কারো সর্ম্পকে নূন্যতম অভিযোগ জানালে পরবর্তী পর্যায়ে পূনরায় তার যাচাই-বাছাই হয়েছে। কয়েক পর্যায়ে যাচাই-বাছাই শেষে উপজেলা ভিত্তিক খচড়া তালিকা প্রণীত হয়েছে। খসড়া তালিকার উপর চূড়ান্ত যাচাই-বাছাই শেষে তালিকাটি মুক্তিবার্তা পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে।

তালিকা প্রকাশের পরে কারো সর্ম্পকে কোন অভিযোগ আনিত হলে তা পূনঃ যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে। অতঃপর চূড়ান্ত তালিকাটি প্রকাশিত হয়েছে লাল মুক্তিবার্তা নামে, যা ব্যাপক গ্রহনযোগ্যতা পেয়ে সমাদৃত হয়েছে, এবং চলমান আছে।

মুক্তিযোদ্ধারা জানান, এছাড়াও লাল বই-তে অর্ন্তভূক্ত থাকা মুক্তিযোদ্ধারা ১৯৯৮-২০০০ সালে যখন কল্যান ট্রাস্টের ভাতার জন্যে আবেদন করেছিলেন, তখন নীতিমালা অনুযায়ী স্ব-স্ব জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে তাদেরকে পৃথক তদন্ত এবং যাচাই-বাছাইয়ে

উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল। এখানেই শেষ নয় সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে একই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পূনরায় যাচাই-বাছাইয়ের মুখোমুখি করা হয়। ২০০২ সালে সেনাবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে গঠিত “যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কমিটি” আবারো যাচাই-বাছাই করেন।।

একজন সাবেক কমান্ডার জানালেন, লাল মুক্তিবার্তাভূক্ত এসকল মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা সরকারী চাকুরী করেছেন, তাদেরকে পৃথকভাবে আরো দুইবার যাচাই-বাছাই হতে হয়েছে। প্রথমতঃ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে চাকুরীতে প্রবেশকালীন, দ্বিতীয়তঃ মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে চাকুরীর সময়কাল ১ বছর বৃদ্ধিকালীন।

এছাড়া ২০০৫ সালে যারা মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে তালিকায় (গেজেট) অর্ন্তভূক্ত হয়েছে, তাদেরকেও যথাযথ প্রক্রিয়ায় যাচাই-বাছাই হয়েই তালিকাভূক্ত হতে হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত যাচাই-বাছাই কমিটি উপযুক্ত তথ্য- প্রমানাদি পর্যবেক্ষণ এবং যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করেছেন। এতো কিছুর পরেও থেমে থাকেনি মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই।

২০১৬-১৭ সালে অনলাইনে নতুন আবেদনকারীদের পাশাপাশি পূর্ব তালিকাভূক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই যাচাই-বাছাইয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দিতে হয়েছিল নিজের স্বপক্ষে যথাযথ প্রমানাদি।

এ বিষয়ে মুক্তিযোদ্ধারা জানান, নতুন আবেদনকারীদের যাচাই-বাছাই হতেই পারে। কিন্তু তাই বলে তথাকথিত অভিযোগের দোহাই দিয়ে সেই সকল মুক্তিযোদ্ধাদেরকে কেন? যারা ইতিপূর্বে বহুবার বহুভাবে পূনঃ পূনঃ যাচাই-বাছাই শেষে দীর্ঘকাল যাবৎ একাধিক তালিকাভূক্ত আছেন।

সচেতন মুক্তিযোদ্ধা মহল আরো জানান, বহুদিন ধরেই কিছু প্রতিহিংসা পরায়ন মানুষ সুযোগ পেলেই কারো না কারো সর্ম্পকে মনগড়া অভিযোগ দিয়ে আসছে। আর এই প্রবণতা দেশের মধ্যে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সব চেয়ে বেশী বলে জানা যায়। রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও ব্যাক্তিগত রেষারেষি, দলাদলি, শক্রতা এবং প্রতিহিংসা বশতঃ এসব অভিযোগ হয়ে আসছে। মনগড়া এসকল অভিযোগের স্বপক্ষে থাকে না কোন তথ্য -প্রমান কিংবা ব্যাখ্যা।

নীতিমালা মোতাবেক এসব অভিযোগের গ্রহনযোগ্যতা না থাকা স্বত্বেও একেক সময় একেক ধরনের প্রভাবশালীর প্রভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রহনযোগ্য হয়ে পড়ে। তবে মুক্তিযোদ্ধারা দাবী করেন কর্তৃপক্ষগণ

যদি ভিত্তিহীন ও তথাকথিত এসব অভিযোগকে আমলে নেওয়া বন্ধ না করেন, তবে মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা ভূলুন্ঠিত হতেই থাকবে এবং যুগ যুগ ধরে চলতেই থাকবে যাচাই-বাছাই। বির্তকিত থেকে আরো বির্তকিত হয়ে উঠবে মুক্তিযোদ্ধা যাচাই-বাছাই কার্যক্রম।

লেখকঃ মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক

গাংনীতে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে স্থানীয় এমপি’র মতবিনিময়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম শত বার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মত বিনিময় করেছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজামান খোকন।
রোববার দুপুরে গাংনী থানা সড়কে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য সাহিদুজামান খোকন বলেছেন, বর্তমান সরকার জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সুযোগ সুবিধা দিয়ে সম্মানীত করছেন। আগামীতেও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে তিনি যা করার তা করবেন। বর্তমান সরকার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যেভাবে সম্মানীত করেছেন বিগত কোন সরকার সুযোগ থাকা সত্বেও তা করেনি।

তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি আওয়ামীলীগ সরকার মনে প্রানে আপনাদের ভাল রাখার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু একটি চক্র মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে খেলা করছে। চক্রান্তকারীদের মুক্তিযোদ্ধাদের ইতিহাস নিয়ে না খেলতে হুশিয়ারীদেন। তিনি বলেন মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে চক্রান্ত করলে তার পরিনাম ভালো হবে না বলেও হুশিয়ারী প্রদান করেন চক্রান্তকারীদের।

অনুষ্ঠানে উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম, গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওবাইদুর রহমান ও মুক্তিযোদ্ধা নেতা আমিরুল ইসলামসহ আওয়ামীলীগ নেতা, বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা

পরিবারের সদস্যসহ বীর মুক্তিযোদ্ধারা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান এ্যাডঃ শফিকুল আলম, গাংনী ইটভাটা মালিক সমিতির নেতা এনামুল হকসহ অনেকেই বক্তব্য রাখেন।
- নিজস্ব প্রতিনিধি